# 36627 - সাধারণ তাকবীর ও বশিষে তাকবীর (ফযলিত, সময় ও পদ্ধতি)

প্রশ্ন

প্রশ্ন: সাধারণ তাকবীর ও বশিষে তাকবীর বলতে কী বুঝায়? এবং কখন শুরু হয়?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক: তাকবীররে ফযলিত

যলিহজ্জ মাসরে প্রথম দশদনি মহান দনি। আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিাবে এ দনিগুলোকে দয়িে শপথ করছেনে। কোন কছিুকে দয়িে শপথ করা সে বষিয়রে গুরুত্ব ও মহান উপকারতিার প্রমাণ বহন কর।ে আল্লাহ তাআলা বলনে: "শপথ ফজররে ও দশরাত্ররি"। ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে যুবাইর (রাঃ) ও অন্যান্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলমে বলনে: এ দনিগুলো হচ্ছে- যলিহজ্জ মাসরে দশদনি। ইবনে কাছরি (রহঃ) বলনে: "এটাই সঠকি"।[তাফসরিে ইবনে কাছরি (৮/৪১৩)]

এ দনিগুলোর নকে আমল আল্লাহর কাছে প্রয়ি। দললি হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "অন্য যে কোন সময়রে নকে আমলরে চয়েে এ দশদনিরে নকে আমল আল্লাহর কাছে অধকি প্রয়ি। তারা (সাহাবীরা) বলনে: আল্লাহর পথে জহিাদও নয়?! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: আল্লাহর পথে জহিাদও নয়; তবে কোন লোক যদি তার জানমাল নয়িে আল্লাহর রাস্তায় বরেয়িে পড়ে এবং কোন কছিু নয়িে ফরেত না আসে সটো ভন্নি কথা।"[সহহি বুখারী (৯৬৯) ও সুনানে তরিমযিি (৭৫৭); হাদসিরে এ ভাষ্যটি তরিমযিরি, আলবানী 'সহহিুত তরিমযিি' গ্রন্থে (৬০৫) হাদসিটকিে সহহি আখ্যায়তি করছেনে]

এ দনিগুলোর নকে আমলরে মধ্যে রয়ছেে- তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) উচ্চারণ করে আল্লাহর যকিরি করা। দললি হচ্ছে নম্নিরূপ:

১। আল্লাহ তাআলা বলনে: "যাতে তারা তাদরে কল্যাণরে স্থানগুলোতে উপস্থতি হতে পার।ে এবং নর্দিষ্টি দনিগুলোতে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করতে পার"ে[সূরা হজ্জ, আয়াত: ২৮] 'নর্দিষ্টি দনিগুলো' হচ্ছে- যলিহজ্জরে দশদনি।

২। আল্লাহ তাআলা বলনে: "আর নর্দিষ্টি কয়কেটি দনিে আল্লাহকে স্মরণ কর..."[সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৩] এগুলো হচ্ছে- তাশরকিরে দনি।

৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "তাশরিকের দিনগুলো হচ্ছে- পানাহার ও আল্লাহকে স্মরণ করার দিন"[সহিহ মুসলিম (১১৪১)]

দুই: তাকবীর দেয়ার পদ্ধতি

আলেমগণ তাকবীর দেয়ার পদ্ধতি নিয়ে কয়েকটি মত পেশ করেছেন:

১. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার..ওয়া লিল্লাহিল হামদ (অর্থ- আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

২. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার..ওয়া লিল্লাহিল হামদ (অর্থ- আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

৩. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. ওয়া লিল্লাহিল হামদ (অর্থ- আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাকবীর দেয়ার সুনির্দিষ্ট কোন ভাষা বর্ণিত হয়নি তাই এ ক্ষেত্রে প্রশস্ততা রয়েছে।

তিন: তাকবীর দেয়ার সময়

তাকবীর দুই প্রকার:

১। সাধারণ তাকবীর: যে তাকবীর কোন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ তাকবীর সবসময় দেয়া সুন্নত: সকাল-সন্ধ্যায়, প্রত্যেক নামাযের আগে ও পরে, সর্বাবস্থায়।

২। বিশেষ তাকবীর: যে তাকবীর নামাযের পরের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত।

সাধারণ তাকবীর যিলহজ্জ মাসের দশদিন ও তাশরিকের দিনগুলোর যে কোন সময়ে উচ্চারণ করা সুন্নত। এ তাকবীরের সময়কাল শুরু হয় যিলহজ্জ মাসের প্রথম থেকে (অর্থাৎ যিলক্বদ মাসের সর্বশেষ দিনের সূর্যাস্তের পর থেকে) তাশরিকের সর্বশেষ দিনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৩ ই যিলহজ্জের সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত)।

আর বশিষে তাকবীর দয়ো শুরু হয় আরাফার দনিরে ফজর থকেে তাশরকিরে সর্বশষে দনিরে সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত (এর সাথে সাধারণ তাকবীর তো থাকবইে)। ফরয নামাযরে সালাম ফরোনোর পর তনিবার 'আস্তাগফরিুল্লাহ' পড়বে, এরপর 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম, ওয়া মনিকাস সালাম, তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' বলবে, এরপর তাকবীর দবিে।

তাকবীররে সময়কালরে এ বধিান যনিি হাজী নন তার জন্য প্রযোজ্য। আর হাজীসাহবে কোরবানীর দনি যোহররে সময় থকেে বশিষে তাকবীর শুরু করবনে।

আল্লাহই ভাল জাননে।

দখেুন মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১৩/১৭) ও বনি উছাইমীনরে 'আল-শারহুল মুমতি' (৫/২২০-২২৪)